the report 24.com

বজ্রপাতে মৃতের পরিবারকে ভিজিএফে সহায়তার চিন্তা

দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক : বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তির অসচ্ছল পরিবারকে ভিজিএফ (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) কার্ডের মাধ্যমে সহায়তার চিন্তাভাবনা করছে সরকার।

রাজধানীর মহাখালীতে হোটেল অবকাশে শনিবার 'বজ্রপাতে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, 'বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝড়বৃষ্টির সময় বজ্রপাত বাংলাদেশে সব সময়ই হতো। তিনুত গত কয়েক বছরে এর মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে।'

'বজ্রপাতে ২০১১ সালে ১৭৯ জন, ২০১২ সালে ৩০১ জন, ২০১৩ সালে ২৮৫ জন, ২০১৪ সালে ২১০ জন, ২০১৫ সালে ১৮৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। ২০১৬ সালে এ পর্যন্ত আমাদের জানামতে ১০৩ জন মারা যায়।' বলেন মায়া।

বিপুল মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের ২৭ আগস্ট বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'সরকার বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে ১০ থেকে ২৫ হাজার টাকা ও আহত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য ৭ থেকে ১৫ হাজার টাকা সহযোগিতা হিসেবে দিয়েছে। চলতি বছর এ পর্যন্ত ১৮ লাখ টাকা আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে।'

মন্ত্রী বলেন, 'বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তির পরিবার অসচ্ছল হলে তাদের ভিজিএফ কার্ড দিয়ে সহযোগিতা করা যায় কি না সচিব সাহেবকে এ বিষয়ে চিন্তা করার অনুরোধ করব।'

বজ্রপাতে মৃত্যুর হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে এবং বজ্রপাতের আগাম বার্তা দিতে সরকার কাজ করছে বলেও জানান মন্ত্রী।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী বলেন, 'আমি আশা করব সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করে আপনারা দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারকে বজ্রপাত মোকাবিলায় একটি সুচিন্তিত ও পূর্ণাঙ্গ মতামত দেবেন। বজ্রপাতের কারণ, পূর্ব প্রস্তুতি, বজ্রপাতকালে সরকার, সংবাদমাধ্যম ও জনগণের করণীয় ও ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষাপটে সরকারের করণীয়সহ বিস্তারিত মতামত ও সুপারিশ আশা করছি।'

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মো. শাহ কামাল বলেন, 'গত মে মাসে মাত্র ৪ দিনে বজ্রপাতে ৮১ জন মারা গেছেন। এত অল্প সময়ে পৃথিবীর কোথাও এত মানুষ মারা যায়নি। এ বিষয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।'

সচিব বলেন, 'বজ্রপাত বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা এবং করণীয় নির্ধারণের জন্য সুপারিশ দিতে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের পাঁচটি গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের দেওয়া সুপারিশগুলোর ভিত্তিতে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

কর্মশালায় ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসেফিকের উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, 'পাঠ্যপুস্তকে সহজ ভাষায় বজ্রপাতের সময় করণীয় বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসবে।'

বজ্রপাতকে দুর্যোগবিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে (এসওডি) অন্তর্ভুক্ত করারও আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'দুর্যোগ থাকবে, কিনুত যাতে বিপর্যয় না হয়। সে বিষয়ে কাজ করতে হবে।'

জলবায়ু পরিবর্তন তথা উষ্ণায়নের কারণে বজ্রপাতের মাত্রা বেড়ে গেছে কি না তার ওপর গবেষণার জন্য প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী গবেষকদের অনুরোধ করেন। জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, 'মোবাইল টাওয়ারের কারণে বজ্রপাতের অধিক্য প্রমাণিত নয়। বজ্রপাতের সময় ফোন ব্যবহার না করাই উত্তম।'

কর্মশালায় 'বজ্রপাত : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক প্রারম্ভিক উপস্থাপনা করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. মোহসীন।

তিনি বলেন, 'বছরে এক কোটি মানুষের মধ্যে প্রতিবেশী দেশ ভারতে একজন, বাংলাদেশে ৯ জন, নেপালে ২৪ জন, শ্রীলংকায় ২৭ জন বজ্রপাতে মারা যায়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বছরে বজ্রপাতে মৃত্যুর হার প্রতি কোটিতে ৪ জনেরও কম।'

গত ১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৩১৯ ও জাপানে ২৪ জন বজ্রপাতে মারা গেছেন জানিয়ে যুগ্মসচিব উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন, বিশ্বে বছরে প্রায় ২ হাজার থেকে ২৪ হাজার লোক মারা যায় এবং প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার লোক আহত হয়। পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০ বার বজ্রপাত হয় অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ৮০ লাখ বার বজ্রপাত হয়।

'বজ্রপাতে বিশ্বে ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ১০০ কোটি ডলার। বিশ্বে সবেচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় ভেনিজুয়েলার মারাকাইবো লেকে, গড়ে বছর ৩০০ দিন' বলেন মো. মোহসীন।
একই সঙ্গে যুগ্মসচিব উপস্থাপনায় বজ্রপাতে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম, ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে করণীয় বিষয়ে তুল ধরেন।
কর্মশালায় 'বজ্রপাত : কারণ ও পূর্ব সতর্কতা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আরশাদ মোমেন। তিনি বলেন, 'বজ্রপাতের জন্য দায়ী কিউমুলোনিম্বাস নামের মেঘ। কোন স্থানে যদি কারো মাথার চুল বাইরের কোন আকর্ষণে খাড়া হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে সেখানে বিদ্যুৎ চার্জ হচ্ছে বজ্রপাত হবে। সেজন্য এ স্থান থেকে দূরে সরে যেতে হবে।'
উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন জাইকার (জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি) কান্ট্রি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) নাওকি মাতসুমুরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের পরিচালক অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীন ও দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু।
কর্মশালার বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সংবাদকর্মী, জনপ্রতিনিধিসহ ১৭ ক্যাটাগরির স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) অংশগ্রহণ করেন।
(দ্য রিপোর্ট/আরএমএম/এসবি/এম/জুন ১৮, ২০১৬)

যোগাযোগ : ১৯ দিলকুশা, বাণিজ্যিক এলাকা (৯ম তলা), মতিঝিল, ঢাকা ১০০০।
টেলিফোন : +৮৮-০২-৯৫৮৭৭৪৬, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৫৮৭৭৪৭
মার্কেটিং মোবাইল : ০১৭৫৫৬৩২৩০৭ নিউজ রুম মোবাইল : ০১৭৩০৭৮৭৪০৬, ০১৭৩০৭৮৭৪০৭,
নিউজ রুম ইমেইল : tr24news@gmail.com